ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

সারসংক্ষেপ

২৪ ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়:
ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক- গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি
কাজী আবু সালেহ, অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি, টিআইবি
মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি, টিআইবি
রাজু আহমেদ মাসুম, অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি
এম. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

তথ্য সংগ্রহে সহাযোগিতা

সামিনা শাম্মী, গবেষণা সহকারি, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি, সিভিক এনগেজমেন্ট এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২,৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৯ অনুসারে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে আক্রান্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। উল্লেখ্য, গত ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) ৬টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলেও পরবর্তী ১৪ বছরে (২০০৭-২০২০) ১৫টির অধিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ ধরনের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্ততা এবং নদী ভাঙনে উপকূল অঞ্চলে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং চরাঞ্চলে ৬৫ লক্ষ মানুষ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত বার্ষিক গড় ক্ষতি ৩.২ বিলিয়ন ডলার যা মোট জিডিপির ২.২ শতাংশ। প্রাণহানির সংখ্যা কমলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের সংখ্যা বাড়ছে। এ প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সাড়া প্রদানে দুর্বলতা, ভঙ্গুর বেড়িবাঁধ এবং তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতির কারণে কম প্রবল দুর্যোগেও সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমফানসহ সাম্প্রতিক দুর্যোগে উপকূলে বসবাসকারী প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, মোট ৩৭৫৭ জনের মৃত্যুবরণ এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০ মে ২০২০ তারিখে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় আমফান ছিলো একটি 'অতিপ্রবল' ঘুর্ণিঝড় যার বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ২৪০-২৬০ কিলোমিটার, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১০-১৬ ফুট, সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি-৫ হারিকেনের সমতুল্য এবং বিগত ২০ বছরের মধ্যে আঘাতহানা যেকোনো ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় প্রলয়ংকারী। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, গাছ ও সরকারি অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুশাসনের ক্ষেত্রে এই ঘাটতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি উল্লেখযোগ্য ও টেকসইভাবে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

১.১. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান' এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করাসহ সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা'র (লক্ষ্য ১১.৫) অঙ্গীকার করা হয়েছে। বিভিন্ন আইন, নীতি ও আদেশাবলীতে দুর্যোগে করণীয় দিক-নির্দেশনা সত্বেও পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগসহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আমফান মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার পর উপকূলীয় জেলাগুলোতে টেকসই বাঁধ নির্মাণ সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হলেও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নে ঘাটতি লক্ষণীয়। এছাড়াও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল আর্ন্তজাতিকভাবে নন্দিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও সরকার গৃহীত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সিডর (২০০৭) এবং আইলার (২০০৯) পর গত ১২ বছরে দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসন চর্চায় কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত জলবায়ু পরিবর্তনসহ দুর্যোগ বিষয়ক বিবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত এবং এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবি'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। কারণে

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো- সাম্প্রতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অঙ্গীকার, আইন, নীতি ও আদেশাবলীর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;
- আমফানের অভিজ্ঞতার সাথে পূর্বে সংঘটিত ৪টি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের অগ্রগতি ও ঘাটতিসমূহ সামষ্টিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩. গবেষণার পরিধি

এই গবেষণা আওতায় ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু ও বন্যা (২০১৯) সহ ঘূর্ণিঝড় আমফান মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণ করে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ১৮ মে - ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

সারণী ১: তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা; পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা; ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র প্রতিনিধি; ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার; স্থানীয় সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
পরোক্ষ তথ্য	পর্যালোচনা	গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

আমফান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর তথ্য অনুসারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি জেলার মোট ১৩টি উপজেলাকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য এই গবেষণার আওতায় নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা সদর, খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ, বরগুনা জেলার আমতলি ও বরগুনা সদর, উচ্চ মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে যশোর জেলার শার্শা ও চৌগাছা, বাগেরহাট জেলার শরণখোলা ও রামপাল এবং মাঝারি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে পিরোজপুর জেলার সদর ও মঠবাড়িয়া উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আমফান সংক্রান্ত তথ্যের সাথে ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত দুর্যোগ বিষয়ক গবেষণা- সিডর, আইলা, রোয়ানু, বন্যা-২০১৯ তে প্রাপ্ত ফলাফল এই গবেষণায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল সুশাসনের ৭টি নির্দেশকের আলোকে (আইন ও নীতি'র প্রতিপালন, স্বচ্ছতা, সক্ষমতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং সমন্বয়) পর্যবেক্ষণের কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি)সহ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা ও চুক্তিতে উল্লেখকৃত প্রতিপালনযোগ্য নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে এবং সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে চারটি রংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২: পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে চারটি রংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন

নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়েছে	**প্রতিপালন করা**
নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আংশিক প্রতিপালন করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিপালনে ঘাটতি	**প্রতিপালনে ঘাটতি**
নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি	**প্রতিপালন না করা**
সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়া	**এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি**

২. গবেষণার ফলাফল

২.১. দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিতে চ্যালেঞ্জ

প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি ২০১৫

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহে জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৭ দেশ ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়নের পাশাপাশি ওয়ারশ আন্তর্জাতিক মেকানিজম অনুযায়ী জলবায়ু তাড়িত প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'লস এন্ড ড্যামেজ' বা 'ক্ষয়-ক্ষতি' কাটিয়ে উঠতে শিল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। তবে ক্ষয়-ক্ষতি'র সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে লস এন্ড ড্যামেজ মেকানিজমের আওতায় আলাদা তহবিল গঠনসহ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য উন্নত দেশগুলোকে চাপ প্রয়োগের বদলে তাদের প্রস্তাবিত 'বীমা ও বন্ড' ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশই ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিতে বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সুন্দরবনসহ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সন্নিকটে পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হয়েও কয়লা এবং এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন সংরক্ষণের বিপরীত নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চুক্তিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবেলায় অভিযোজন ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগীতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নেই।

সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫-২০৩০)

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ভিত্তিক একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন গৃহীত হয়। এই ফ্রেমওয়ার্কের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ দুর্যোগে মৃত্যু হার, আক্রান্তের সংখ্যা, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসকরা সহ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করে। একই সাথে ঝুঁকি নিরসনে এই ফ্রেমওয়ার্কে দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের অঙ্গিকার করা হলেও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে কোনো কাঠামোবদ্ধ নির্দেশিকা নেই। বিশেষ করে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণ, প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিভাগীয় আইন ও বিধি-বিধানের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হলেও দুর্যোগ প্রস্তুতি, মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় আইন ও বিধি-বিধানের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্থানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় স্থাপনের বিষয়টি প্রতিপালনেও ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতির বিষয়টি পূর্বের গবেষণাসহ এই গবেষণাতেও উঠে এসেছে।

২.২. দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন, নীতি ও আদেশাবলী: প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২

দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং দুর্যোগ মোকাবলোয় কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ১০(২) তে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালক নিয়োগে চাকুরির শর্ত ও যোগ্যতা, যেমন দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি, বিষয়গুলো নির্ধারণ না করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সুযোগ রয়েছে এবং বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ১২(১) ধারায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হলেও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা না করায় দুর্যোগ সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের

স্বল্পতা রয়েছে। এ আইনের ধারা ২৯(১) তে অনিয়ম, গাফিলতি বা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে অভিযোগ দায়ের এবং উত্থাপনকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। তবে অভিযোগ দাখিলকারীর সুরক্ষায় কোন সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় অভিযোগ দাখিলকারীকে হুমকি ও মামলায় ভয় প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অভিযোগ প্রদানের পর তা নিরসনে গাফিলতি করলে আইনের অধীনে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানও রাখা হয়নি।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের অংশীজনদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা এবং তা বাস্তবায়ন করার কথা বলা থাকলেও তা যুগোপযোগী করায় উদ্যোগ না নেওয়া, পুরনো পদ্ধতিতে (যা বন্দরের জন্য প্রযোজ্য) পূর্বাভাস প্রদানের ফলে সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য না হওয়ায় প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন এবং নথিসমূহের সমন্বয়ে একটি অনলাইন ডাটাবেজ গড়ে তোলার কথা বলা হলেও নীতিমালা প্রণয়নের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভান্ডারের নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী দুর্গত এলাকায় দ্রুত পৌঁছানোর বিধান থাকলেও দুর্গম এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোয় বিলম্ব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় নির্বাহে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ত্রাণের পণ্য বিক্রয় এবং ভূক্তভোগীকে বরাদ্দের তুলনায় কম ত্রাণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১১

নির্মাণাধীন বা নির্মাণের জন্য পরিকল্পণাধীন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার উপযোগীতা নিশ্চিতে ২০১১ সালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করার কথা বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা করা হয়ে থাকে। একইভাবে, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচনে যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করায় বিভিন্ন স্থানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া এই নীতিতে আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্রযুক্তির ব্যবহার করা এবং ঝুঁকিতে থাকা এলাকা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও ভূমির প্রাপ্যতা বিবেচনা করার কথা বলা হলেও জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়না। আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় না নিয়ে বরং স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত ও অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে। এ নীতিতে আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা (বিশেষকরে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য) উন্নত করার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণ এবং সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হলেও স্থানীয় দরিদ্রদের নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়না এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেও স্থানীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের দখলে রাখা হয় এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার উপযোগীতা নিশ্চিতেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯

দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ২০১০ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে তা হালনাগাদ করা হয়েছে। আদেশাবলীতে দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশনা থাকলেও দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা ও বাঁধ) মেরামত ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন করা হয়না। আদেশাবলীতে সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করার কথা বলা থাকলেও আধুনিক ও যুগোপোযোগী পদ্ধতিতে সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়াও, আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বিগত দুর্যোগের ন্যায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন খাদ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, জরুরি চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দ্রুততা এবং স্বচ্ছতার সাথে

পরিচালনার কথা বলা হলেও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আদেশাবলীর ব্যত্যয়সহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা বিদ্যমান। আদেশাবলীতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের কথা বলা হলেও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সমন্বয়ে ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়।

২.৩. স্বচ্ছতা

সারণী ৩: স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
কেন্দ্রিয় পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
কন্ট্রোল রুম/হট লাইনের নম্বর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার					
স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ও সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকাশ					
প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ					
ত্রাণ বিতরণ তদারকি প্রতিবেদন প্রকাশ					

	প্রকাশ
	ঘাটতি
	না করা
	এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

তথ্য অধিকার আইন ছাড়াও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী তে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকলেও পূর্বে সংঘটিত দুর্যোগসহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আমফানেও দুর্গম এলাকায় দুর্যোগের পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও, কেন্দ্রিয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর সতর্কবার্তা প্রচারের ফলে স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণের মাঝে পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা গেছে, ফলে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, কন্ট্রোল রুম ও হট লাইনের নম্বর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ও সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ত্রাণ বিতরণ তদারকি প্রতিবেদন করার দায়িত্ব থাকলেও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।

২.৪. সক্ষমতা

সারণী ৪: সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি আধুনিক ও সময়োপযোগী করা					
পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা					
জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা					
স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ মজুদকরণ					
আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত					
জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত					
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ					

ঘাটতি

না করা

দুর্যোগের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের বোধগম্য করে প্রচার না করে নৌ ও সমুদ্র বন্দরের জন্য প্রযোজ্য সতর্কবার্তা প্রচার করায় দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঘাটতি রয়েছে। সারাদেশে ২২ হাজারের বেশি আশ্রয়কেন্দ্রের চাহিদা থাকলেও প্রায় ৩২ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের টিম গঠন না করায় দুর্গম এলাকাগুলোতে জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ব্যহত হয় এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী অধিকতর ঝুঁকিতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাবে যথাসময়ে ত্রাণ মজুদ করা সম্ভব হয় না, ফলে দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিতরণে বিলম্ব হয়ে থাকে। এছাড়াও, দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ না থাকা, যেমন- পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক নিরাপত্তা নিশ্চিতে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায় কোনো কোনো এলাকায় চুরি-ডাকাতির মত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও, জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

তাছাড়া পূর্বের দুর্যোগে পরিলক্ষিত ঘাটতিসমূহ যেমন জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতেও ঘাটতির বিষয়টি আমফানের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় পরিবহন বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য ঘাটতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সম্পূরক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রাখাসহ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জরুরী পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা; নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতার ঘাটতি ইত্যাদি।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতিও বিদ্যমান। স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের বাজেট না থাকা, কোনো কোনো এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী পুনঃবিতরণ না করা ও দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগের ঘাটতি দেখা গেছে।

২.৫. জবাবদিহিতা

সারণী ৫: জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো (বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) চিহ্নিত করা					
দুর্যোগের আগেই ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো মেরামত					
প্রচার মাধ্যমে দুর্যোগের সঠিক বার্তা প্রদান					
প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ					
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ					

	ঘাটতি
	না করা
	এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদান করার ফলে স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণের মাঝে পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও, প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণে ঘাটতি দেখা গেছে যেমন- ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

৬০ ও ৭০'র দশকে নির্মিত উপকূলের অধিকাংশ ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ মেরামতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি দেখা গেছে। দুর্বলভাবে নির্মিত বাঁধগুলো জোয়ারের পানি প্রতিরোধে অকার্যকর হওয়ায় সিডর, আইলাসহ সর্বশেষ আমফানের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক এলাকা ও জনপদ প্লাবিত হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সংস্কার ও মেরামতে পাউবোকে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হলেও দ্রুত মেরামতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া বাঁধ দ্রুত মেরামত ও সংস্কারে পাউবো'র কর্মদক্ষতার ঘাটতি ও বরাদ্দপাপ্ত অর্থের সম্পূর্ণ অংশ ব্যবহার না করার অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাঁধ সংস্কার না করায় ঘর-বাড়ি পানির নিচে তলিয়ে আক্রান্ত মানুষের গৃহহীন থাকতে দেখা গেছে এবং বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় আক্রান্ত পরিবারগুলোকে দীর্ঘদিন বাঁধে অবস্থান করতে হয়েছে। দুর্বল বাঁধের কারণে আমফানে ৮৪টি পয়েন্টে মোট ২৩৩ কিলোমিটার বাঁধ ভাঙলেও মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আমফান আঘাত হানার ৬ মাস অতিবাহিত হলেও সাতক্ষীরার আশাশুনিতে বাঁধ সংস্কার না করায় ঘর-বাড়ি পানির নিচে তলিয়ে আক্রান্ত প্রায় ২০ হাজার মানুষের গৃহহীন অবস্থায় বাঁধের উপর অবস্থান করেছে।

সিডর'র পর ২০১৯ পর্যন্ত উপকূলীয় জেলাসমূহে পাউবো ১৬৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও অধিকাংশ দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নাজুক অবস্থায় থাকায় ঘূর্ণিঝড় আমফানে বাঁধ ভেঙ্গে ১ লাখ ৭৬ হাজার হেক্টর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। উন্নয়ন তহবিল ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে উপকূলীয় এলাকায় পাউবো প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে কম বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এবং ১০,৫৫২ হেক্টর কৃষি জমির ক্ষতিসহ ৪৫ হাজার ঘরবাড়ি ও ২৬,০৫০ হেক্টর মাছের খামার ভেসে গিয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, ফসলি জমির দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি, ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। বিশেষকরে সিডর ও আইলা পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতির অভিজ্ঞতা (যেমন ৩৫ শতাংশ কৃষি জমির লবণাক্ততাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে না ওঠা এবং দুর্যোগের

পরের বছর থেকে ফসল উৎপাদন ২০ শতাংশ কম হওয়া) বিবেচনায় না নেওয়ায় ক্ষয়-ক্ষতি সঠিক পরিমাণ নিরূপণ এবং কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সেই মোতাবেক প্রণোদনা প্রদানে পরিকল্পনা ও বরাদ্দে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

"শুধুমাত্র উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় আমফান পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদে কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতি হবে। ১ম বছরান্তে প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ২,০৩৫ কোটি টাকা। এছাড়া আগামী দুই থেকে তিন বছর প্রায় ৬১,৬০২ হেক্টর জমি ব্যবহার অনুপযোগী থাকার ঝুঁকি রয়েছে"

সারণী ৬: জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা					
দুর্যোগ বিষয়ক মহড়ার নিয়মিত আয়োজন					
ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে শনাক্ত ও যথাসময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া					
গৃহস্থালী সম্পদ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ					
যথাযথভাবে ত্রাণের চাহিদা নিরুপণ					
যথাযথভাবে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ					
পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ					
ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের যথাযথ তদারকি					
স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা					

না থাকা

ঘাটতি

এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

দুর্যোগের পূর্বে আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত, পর্যাপ্ত খাবার ও আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সুবিধা নিশ্চিতে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যকরতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারি নির্দেশনা থাকা স্বত্বেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয়না। দুর্গম চর, দ্বীপ ও হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- গৃহস্থালি প্রাণি ও প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জায়গা পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে না রাখা, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ না করায় মানুষ অভুক্ত থাকা, শিশুদের জন্য উপযোগী খাবারের ব্যবস্থা না থাকা, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ্য ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক কক্ষ ও ল্যাট্রিন না থাকা, রাত্রীকালীন আলো সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা, রাত্রিযাপনে নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেডিক্যাল টিমের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দুর্যোগকবলিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন না করে ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করার অভিযোগ রয়েছে। চাহিদা যথাযথভবে নিরূপণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কিছু এলাকায় দুর্যোগকালীন খাদ্য সংকটের বিষয়টিও গবেষণায় উঠে এসেছে।

অধিকাংশ স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়েছে যা দুর্যোগের ক্ষতি বিবেচনায় খুবই সামান্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসম বরাদ্দ ও বন্টনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে টাকা, চাল ও ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া

হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক বিবেচনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অধিক বরাদ্দ এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বরাদ্দ না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন না করার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য স্থানীয় পর্যায়ে 'ট্যাগ অফিসার' এবং বিভাগ ও জেলাভিত্তিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তদারকিতে ন্যস্ত করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি দুর্যোগ কবলিত এলাকায় না গিয়ে কার্যালয়ে বসে তদারকি করার অভিযোগ রয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমে দুর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ঘর-বাড়ি মেরামত ও সংস্কার, জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের সক্ষমতা তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সিডর ও আইলাসহ আমফানে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় তারা দীর্ঘদিন ধরে বাঁধে অবস্থান করেছে। উল্লেখ্য আমফানে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে কয়রায় ১৮ টি গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে ২০ হাজার মানুষের গৃহহীন অবস্থায় বাঁধের উপর অবস্থান করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। উপজেলা প্রশাসন ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নেয় না এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হতে হয় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য পাউবো কর্তৃক স্বল্প বরাদ্দের কথা বলা হলেও উন্নয়ন তহবিল ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে উপকূলীয় এলাকায় ২০১০-২০১৯ সাল পর্যন্ত পাউবো প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য দুর্যোগের ঝুঁকির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান না করা এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে কম বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬. অংশগ্রহণ

সারণী ৭: অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ					
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় নাগরিকের অংশগ্রহণ					
বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ					
ত্রাণ বিতরণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ					

	ঘাটতি
	অংশগ্রহণ না থাকা

অধিকতর কার্যকর হলেও বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণে জনঅংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা মডেলটি অনুসরণ করা হয়না বলে স্থানীয় জনগণ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন। আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া, গুলিশাখালীতে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও জনগণের দাবী উপেক্ষা করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের পরিবর্তে একজন প্রকৌশলীর বাড়ির নিকট আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করার মতো উদাহরণও রয়েছে। পূর্বের দুর্যোগের ন্যায় আমফানেও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুবিধাভোগী নির্বাচনেও স্থানীয় জনগণের মতামত নেওয়া হয়না বলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ অভিযোগ করেছেন।

২.৭. অনিয়ম ও দুর্নীতি

সারণী ৮: অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (বাঁধ, রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি					
আশ্রয়কেন্দ্র/বাঁধ নির্মাণে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া					
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার					
ত্রাণ বিতরণে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার					

হয়েছে

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্ধারণে যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করেই আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করায় বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে এই স্থাপনাগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পর ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রভাবশালীদের দখলে রাখা ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এছাড়াও, সব দুর্যোগের সময়েই বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন ও বিতরণে অনিয়ম হতে দেখা গেছে। সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তাদের ইচ্ছেমতো উপকারভোগী নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। জনপ্রতিনিধি কর্তৃক স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক বিবেচনায় উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর সংস্কারে ঢেউটিন ও টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের থেকে অনৈতিক অর্থ গ্রহনের অভিযোগ রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দিতে শুকনো খাবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতির ফলে একজন ঠিকাদারকে বাদ দিলেও পরবর্তী অন্য আরেকটি দরপত্রে তাকেই কার্যাদেশ প্রদান এবং একজন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মানহীন ঢেউটিন সরবরাহের অভিযোগে দুদকে মামলা চলমান থাকা স্বত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।

উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। আশাশুনিতে চিংড়ি চাষের জন্য বেড়িবাঁধ কাটা সংক্রান্ত ৩৬০টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার পিছনে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের সাথে পাউবো কর্মকর্তাদের আর্থিক লেনদেন ও পারস্পরিক যোগসাজসের অভিযোগ করেন স্থানীয় জনসাধারণ। পছন্দের ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশে পাউবো কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত প্রাক্কলন করে দরপত্র আহবান, কাজ প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত প্রাক্কলনের টাকার অংশ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে ভাগাভাগির অভিযোগও রয়েছে। রাস্তা নির্মাণে শ্যামনগরের গাবুরায় শিডিউল অনুযায়ী পুরনো বেড়িবাঁধের উচ্চতা আগের চেয়ে ৩ ফুট বাড়ানোর কথা থাকলেও তা না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ভোলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পে নিম্নমানের সিসি ব্লক স্থাপন এবং প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে যোগসাজসে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এবং খুলনা ও সাতক্ষীরায় নদী খনন প্রকল্পে সঠিক পরিমাণে নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার না করা এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ রয়েছে।

উপকূলীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ৪টি প্রকল্পে দুর্নীতির কারণে ০.২৬-১৪০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প বাজেটের শতকরা হিসেবে এসকল আর্থিক ক্ষতির হার ছিলো সর্বনিম্ন ১৪.৩৬ ভাগ হতে সর্বোচ্চ ৭৬.৯২ ভাগ পর্যন্ত। নিম্নে (সারণী-৯) প্রকল্প ৪টিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হলো-

সারণী ৯: উপকূলীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি

প্রকল্প/ কার্যক্রমের ধরন	দুর্নীতির ধরন	সময় কাল	প্রকল্পের মোট বাজেট (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (শতাংশে)
পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	ক্রয় আইন লঙ্ঘন, ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, দরপত্রে উল্লেখিত শর্ত ও অভিজ্ঞতা পূরণ না হওয়া স্বত্বেও সংসদ সদস্যের স্ত্রীর প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান	২০১১	৯৭৫	১৪০	১৪.৩৬
বরগুনায় ও পটুয়াখালীতে পোল্ডার নির্মাণ প্রকল্প	অতিরিক্ত ব্লক ব্যবহারের নামে ঠিকাদার ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগসাজসে অর্থ আত্মসাৎ	২০১৬	৭২.০৩	১৬.৮৩	২৩.৩৭
মনু নদী সেচ ও পাম্পহাউজ পুনর্বাসন	কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের যোগসাজসে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও অতিরিক্ত বিল দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ	২০১৯	৫৪.৮৩	৩৪.৪২	৬২.৭৮
খুলনার কয়রায় বাঁধ সংস্কার	প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ না করে প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ	২০২০	০.২৬	০.২০	৭৬.৯২

২.৮. সমন্বয়

সারণী ১০: সমন্বয়ে চ্যালেঞ্জ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আমফান-২০২০
দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে সরকারি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়					
দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়					
ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়					

ঘাটতি

না থাকা

দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকলেও সমন্বয়ে ঘাটতির ফলে আশ্রয়কেন্দ্রের অভিন্ন নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও দুর্যোগকালীন সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবহার উপযোগীতা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কয়রায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করলেও সাংসদ কর্তৃক প্রতিশ্রুত থোক বরাদ্দ প্রদান না করা এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে সহযোগীতার অভাবে উদ্যোগটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির ফলে যথাসময়ে ত্রাণ না পৌঁছানো এবং একই সুবিধাভোগীর একাধিকবার ত্রাণ পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগের প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণেও সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত

হয়েছে। যেমন- আমফানে ডিডিএম কর্তৃক মোট ২১৯ কোটি টাকার কৃষি ক্ষতি নিরূপণ করা হলেও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা ৫৪.৩৪ শতাংশ কম দেখানো হয়েছে।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, নীতি এবং আদেশাবলী প্রতিপালনে কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রচারে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় না থাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়, ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্কবার্তা প্রচারেও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়;
- দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জনদুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বৃদ্ধি পেলেও অভিযুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে;
- ত্রাণের চাহিদা যাচাই, উপকারভোগী নির্বাচন এবং বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা এবং জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে;
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ না করা এবং তদানুসারে বরাদ্দে ঘাটতি;
- তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নেওয়ায় অতিদরিদ্র শ্রেনীর একটি অংশের বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী শহরে এবং রাজধানীতে অভিবাসন করেছে; আরও নতুন জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীন অভিবাসন বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে;
- দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত পূর্বের গবেষণাগুলোর সুপারিশ আমলে না নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন না করায় সাম্প্রতিক দুর্যোগেও পূর্বের চিহ্নিত ঘাটতিসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘঠেছে।

৪. সুপারিশ

১. বিদ্যমান সতর্কবার্তা প্রদান পদ্ধতি হালনাগাদ করে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সাথে বার্তা প্রচার করতে হবে;
২. ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যথাসময়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান করতে হবে;
৩. অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করতে হবে;
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বাতায়নের মাধ্যেমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে;
৫. আপদকালীন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে;
৬. নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্বলিত এবং এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নিশ্চিত করতে হবে;
৭. আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, পয়ঃনিস্কাশন ও জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল এবং টেকসই অবকাঠামো যেমন আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণ, সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করতে হবে;
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে দীঘসূত্রিতাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অপচয় বন্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
১০. প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির স্বচ্ছ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে;
১১. দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নতুন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
১২. দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশেষকরে নেদারল্যান্ডের পানি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষার জন্য কার্যকর মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

****